R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
৩১শে মে, ১৯৭৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন ঃ
আগামী রবিবার

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩১ মে—জঙ্গিপুর মহকুমায় পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি-পর্ব্ব সম্পূর্ণ। প্রশাসন তৈরী। আগামী রবিবার এই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, মহকুমার ৭টি ব্লকের ৩,৫৪,৭৯৯ জন ভোটদাতা ওই দিন ৫২১টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ইতি-মধ্যে সারা মহকুমায় নির্ব্বাচনকর্মীদের প্রশিক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে। নির্ব্বাচনকর্মীদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাতায়াত ও যথাযথ তত্ত্বাবধানের জন্য ২টি মিনিবাস, ৩৪টি বাস, ২টি লঞ্চ,

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশ তৈরী

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩১ মে—আসন্ন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমার সাতটি ব্লকে গড়ে ছটি করে ৪২টি সেকটর খোলা হচ্ছে। প্রতিটি সেকটরে থাকছেন ছ'জন করে কনস্টেবল এবং একজন করে অফিসার। এক একটি সেকটর দশ থেকে ষোলটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে দু'জন করে প্রহরী মোতায়েন করা হচ্ছে। এ ছাড়াও থাকছে প্রতিটি থানায় টহলদার পুলিশের গাড়ি, বেতার ভ্যান এবং শ'খানেক অফিসার। নির্ব্বাচনের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পাদনের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কায় সি পি এম বিরোধী সর্বদলীয় শক্তি দ্বিধাবিভক্ত

বিশেষ প্রতিনিধি, ফরাক্কা ব্যারেজ : একেবারে গোড়ার দিকে যে রকম মনে হয়েছিল, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে সমস্ত দল ফরাক্কায় সি পি এম-কে ঠেকাতে একত্রিত হচ্ছে, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনটি অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম মনে হওয়াটা কেমন যেন ফুৎকারে মিলিয়ে গিয়েছে। তাই বলে অবশ্য এই নয় যে, সি পি এম ফরাক্কা ব্লকের তিনটি স্তরের পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে সবকটি আসনই 'ওয়াক্ ওভার'-এ জিতে নেবে। তার মানে এই নয় যে, সি পি এম বিরোধী মিলিত শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হলেও তারা খুব একটা মুনাফা তুলবে। অন্ততঃ নির্বাচনী সমীক্ষা চালাতে গিয়ে তাই মনে হয়েছে। পঞ্চায়েতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে হলে সি পি এম-কে লড়তে হবে, রীতিমত লড়াই করে জিততে হবে। কারণ, তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ নির্দ্দলের ছদ্মবেশে মাকসা (মারকস্‌বাদী কর্মী সংস্থা)-র প্রার্থীরা ফরাক্কার সর্বত্র জাল বিস্তার করেছে। যদিও এম এল এ আবুল হাসনাৎ খান মনে করেন, বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্ব্বাচনে যে আবহাওয়া ছিল, এখনও তাই আছে। বিধানসভার নির্ব্বাচনে মাকসার জাল ছিঁড়ে সি পি এম বেরিয়ে এসেছিল। পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনেও তাই হবে। কারণ, তাঁর মতে, '১৯৭৭ সালে লোকসভা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহকুমায় মহিলা প্রার্থী পঁচিশ জন

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩১ মে—আসন্ন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমার ৭টি ব্লকে ২৫ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তার মধ্যে ২১ জন গ্রাম পঞ্চায়েতে, ৪ জন পঞ্চায়েত সমিতিতে। সাগরদীঘি ব্লকে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৪ : মোরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রফুল্লকুমারী কাঞ্জিলাল (নিঃ), বন্যেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে শিবানী বালা—কংগ্রেস (ই), চন্দনবাটীতে প্রতিমা চ্যাটারজি (নিঃ) এবং পোপাড়া পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে বাসন্তী ভদ্র (সি পি এম)। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে চারজন : কানুপুরে আনোয়ারা বেগম (নিঃ), খিদিরপুরে শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় (নিঃ), মিরজাপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে শিপ্রা কৈলঠা এবং জরুর ৩নং পঞ্চায়েত সমিতিতে বীথি হাজরা (সি পি এম)। রঘুনাথগঞ্জ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এক নজরে মহকুমার পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩১ মে—জঙ্গিপুর মহকুমার ৭টি ব্লকের ৬০টি অঞ্চলের ৯১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে ২৭৮২ জন, পঞ্চায়েত সমিতির ১৬২টি আসনে ৫৪০ জন এবং জেলা পরিষদের ১৪টি আসনে ৬৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বী আসন্ন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪ জন এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩ জন। নির্ব্বাচিতদের নিয়ে মহকুমা পঞ্চায়েতে তিনটি স্তরে প্রার্থী সংখ্যা সাকুল্যে ৩৩৯৩ জন। দলগত অবস্থা সি পি এম ৯৫১, কংগ্রেস (ই) ৭২৩, আর এস পি ৪৩৮, কংগ্রেস ২৫৭, এস ইউ সি ৪১, সি পি আই ২৩, ফরওয়ারড ব্লক ১৩ এবং নির্দল ৯৪৬। দেখা যাচ্ছে মহকুমায় সি পি এম প্রার্থীর সংখ্যা সবার ওপরে। তার পরেই কংগ্রেস (ই), আর এস পি, কংগ্রেস প্রভৃতির স্থান। নির্দল প্রার্থীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়—সি পি এম-এর ঠিক পরেই

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পঞ্চায়েতের প্রতিশ্রুতি

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে কয়েকটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রতিবেদক গত কয়দিনে মহকুমার রাজনৈতিক নেতা ও প্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যে প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করেছেন নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে তা প্রচার করা হচ্ছে।

সি পি এম মহকুমায় সুস্থ ও দুর্নীতি-মুক্ত পঞ্চায়েতরাজের প্রতিষ্ঠা চান। তাঁদের মতে ফ্রন্টের শরীক দলের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ার দায় স্বার্থান্বেষী মহলের। মহকুমার গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি রেখে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কাজকর্ম চালাবেন। ব্লক-গুলকে রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত করা হবে।

আর এস পি পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তুঘুঘুদের অপসারণ চান। তাঁদের বক্তব্য কংগ্রেস

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব ॥
অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভুম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

পঞ্চায়েত নির্বাচন

অবশেষে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসিয়া গেল। আগামী ৪ জুন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে অর্থাৎ জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রস্তুতিপর্ব শেষ হইয়াছে, এখন নির্বাচনের দিনটি ভালয় ভালয় কাটিলেই হয়।

দীর্ঘ চৌদ্দ হইতে কুড়ি বৎসর পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলিতে কোন নির্বাচন হয় নাই বলিয়া রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার মন্তব্য করিয়াছেন, পূর্ববর্তী সরকারের অবহেলা ও উপেক্ষায় গ্রামীণ মানুষের একান্ত নিজস্ব এই সংগঠন আজ মৃতপ্রায়। গ্রামীণ অর্থনীতির বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। আর তিন দিন পর তাহা বাস্তবায়িত হইতে চলিয়াছে। পরিকল্প নির্বাচন ও কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে কলিকাতা হইতে নির্দেশদানের কোন অগ্রাধিকারের তুলনায় পঞ্চায়েতগুলি নির্ধারিত অগ্রাধিকার অনেক বেশী গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী হইবে বলিয়া বামফ্রন্ট সরকার মনে করেন। সেই জন্য রাজ্য সরকার রাজ্যের সদর দফতর হইতে ক্ষমতা জেলায় জেলায় এবং জেলা হইতে ব্লকে ব্লকে এবং পঞ্চায়েতগুলিতে সঞ্চারিত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় পঞ্চায়েতগুলির নামে ব্যাঙ্ক ও ডাকঘর এ্যাকাউন্ট খোলা হইবে, সেখান হইতে তাঁহারা প্রয়োজনীয় টাকা তুলিবেন। হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতিও যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা হইবে। এই প্রকল্পের সাহায্যে অতিরিক্ত কাজই শুধু সৃষ্টি হইবে না—অমূল্য মানব সম্পদেরও বিকাশ হইবে—এই কথা বলিয়াছেন রাজ্য অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র।

অতএব দেখা যাইতেছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু ক্ষমতার গর্বে মত্ত হইয়া অসংযত আচরণে লিপ্ত হইলে যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যই নস্যাৎ হইয়া যায়। অন্ততঃ ইতিহাস সেই কথাই বলে। এই ব্যাপারে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতাও কম নাই। কাজেই পঞ্চায়েতরাজকে কল্যাণমুখী করিতে হইলে সর্বাগ্রে গ্রামের দিকে নজর দিতে হইবে এবং সর্বোপরি নির্বাচিতগণের পদলাভতুষ্টি পরিহার করিয়া গ্রামীণ কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করিতে হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আর এস পি-র প্রতিবাদ

১৭ মে জঙ্গিপুর সংবাদে 'রঘুনাথগঞ্জে দলভিত্তিক নির্বাচন কার্যতঃ ব্যর্থ' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে জানাচ্ছি যে, আমরা সি পি এম-কে কোণঠাসা করার জন্য কোন কংগ্রেস প্রার্থী বা নেতার সঙ্গে হাত মেলাইনি। রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২ নম্বর ব্লকে আসন সমঝোতার জন্য আমরা যথেষ্ট সহযোগিতার চেষ্টা করেছি এবং সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু সি পি এম দলের সদস্যরা বড় শরীক দল বলে তাঁদের ইচ্ছা আমাদের দলের ওপর চাপাতে চেয়েছেন এবং আসন সমঝোতার ব্যাপারে সহযোগিতার মনোভাব ও সহৃদয়তার পরিচয় দেননি। সুতরাং প্রকাশিত সংবাদে আমাদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থী ঐক্য যাতে বজায় থাকে, আমাদের দল সেই জন্যই প্রচার অভিযানে নেমেছেন।
—জাগ্রত রায়, আর এস পি-র রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির সম্পাদক।

পঞ্চায়েতের প্রতিশ্রুতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রার্থীকে সমর্থনের প্রশ্ন অপপ্রচার। প্রগতিশীল বামপন্থী মনোভাবাপন্ন প্রার্থীরা দলের মনোনয়ন পেয়েছেন। সমঝোতা না হওয়ার দায় সি পি এম ও আর এস পি উভয়েরই। নির্বাচনী ফলাফল তাঁদের অনুকূলে যাবে বলে নেতৃত্বের ধারণা।

কংগ্রেস (ই) গ্রামাঞ্চলের মানুষের ওপর বামফ্রন্টের কর্মীরা 'অন্যায় অত্যাচার' চালাচ্ছে তার অপসারণ চান। তাঁদের ভাষায়, জি আর, টি আর নিয়ে সি পি এম রাজনীতি করছে। দিকে দিকে মানুষের ন্যায়বিচার বোধকে হত্যা করা হচ্ছে। ব্লকে ব্লকে দুর্নীতির অবসান তাঁদের কাম্য। রবিবারের নির্বাচনে তাঁরা বিপুল সংখ্যায় জয়ী হবেন বলে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস।

কংগ্রেস দল চান 'স্বার্থান্বেষী ও ধান্দাবাজদের' সমূলে উৎখাত করতে। নির্বাচনে তাঁরা জয়ী হোলে গ্রামে গ্রামে সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত করা হবে। তাঁদের বক্তব্য, 'স্বার্থের লড়াই-এ ফ্রন্ট ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।' দলভিত্তিক পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামে গ্রামে শান্তি বিঘ্নিত করবে। কংগ্রেস মুখপাত্র বামফ্রন্টের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

এস ইউ সি দল গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা মহকুমায় খুব কম আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। তাঁদের দল জয়ী হোলে গ্রামের মানুষের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত করা হবে।

সি পি আই ও ফঃ ব্লকের নেতৃত্বের পরিচয় প্রতিবেদকের কাছে অজ্ঞাত। কাজেই তাঁদের বক্তব্য সংগ্রহ করা গেল না।

নির্দলীয় প্রার্থীর সংখ্যা মহকুমায় অসংখ্য। তাঁদের প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। তার সারমর্ম গ্রামের উন্নয়ন ও সেবায় আত্মনিয়োগ।

পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচন

(পূর্ববর্তী সংখ্যার অবশিষ্টাংশ)

শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
(পঞ্চায়েত মন্ত্রী)

বর্তমান নির্বাচনে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে কমপক্ষে সাতজন ও অধিকপক্ষে ২৫ জন সভ্য নির্বাচিত হবেন। প্রতি গ্রাম এলাকাতে তিন থেকে ১৪টি নির্বাচন কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব ৪০০ জন ভোটার প্রতি একজন ও ৪০০-র ভগ্নাংশের জন্য একজন করে গ্রাম পঞ্চায়েত সভ্য নির্বাচিত হবেন। কোনো গ্রাম নির্বাচন ক্ষেত্র থেকেই তিনজনের বেশি সভ্য নির্বাচিত হতে পারবেন না।

প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন। এক একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে একজন, দুজন কি বা তিনজন পঞ্চায়েত সমিতির সভ্য নির্বাচিত হবেন। গ্রামের যথাসম্ভব আড়াই হাজার ভোটার পর্যন্ত একজন, পাঁচ হাজারে দুজন ও তার ওপরের তিনজন সভ্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হবেন।

প্রতি ব্লক থেকে আবার দুজন করে জেলা পরিষদে নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি ব্লককে এজন্য দুটি করে জেলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকার জন্য অবশ্য প্রতিনিধির সংখ্যা একটু ভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে গ্রামের জনসংখ্যার ভিত্তিতেই গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিতে একজন ভোটার কটি করে ভোট দিতে পারবেন তার হিসাব নির্ধারিত হয়েছে।

তিনটে পৃথক ব্যালট বাক্সে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের ভোট গ্রহণ করতে হবে। ভোটদাতা এক স্তরের ভোটদান শেষ করে তার পরের স্তরে ভোট দেবেন। প্রতি ভোটারকে এ সব কথা ভেবেই নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রের অবস্থিতি, ভোটার তালিকায় তার ক্রমিক নম্বর এবং অংশ নম্বর আগেই জেনে রাখা দরকার। গ্রাম সংগঠনের পুনরুজ্জীবনের কাজে একটি ভোটের গুরুত্ব আজকের পরিপ্রেক্ষিতে খুব কম নয়। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, আনুমানিক আড়াই কোটি ভোটদাতা পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে সফল করে তুলতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

এবারের নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্বাচনের পর ভোটগণনা পর্ব। প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়া মাত্র ভোট গণনার কাজ আরম্ভ হবে। ভোটগ্রহণ পর্বে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলার প্রয়োজন, ভোটগণনা পর্বে তার চেয়ে অনেক বেশী শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুত পক্ষে একই দিনে ভোটগ্রহণ ও ভোটগণনার এই আয়াসসাধ্য কাজ জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া সম্পন্ন হবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে আমাদের সততা আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। গ্রামবাংলার সচেতন মানুষ সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। —নিউজ ব্যুরো

আমাদের কথা : পঞ্চায়েত নির্বাচনের বহুমুখী সংবাদ পরিবেশনের জন্য এই সংখ্যায় অন্যান্য সংবাদ প্রকাশ সম্ভব হল না। আগামী সংখ্যার আকর্ষণ : বাস ধর্মঘট, অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা, বাবার হাতে মেয়ে খুন, পরিচালাকমণ্ডলীর নির্বাচন ইত্যাদি। —সম্পাদক

এক নজরে মহকুমার পঞ্চায়েত নির্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁদের স্থান। সি পি আই প্রার্থী দিয়েছেন মাত্র দুটি ব্লকে—সাগরদ'ঘি ও ফরাক্কায়। ফরওয়ারড ব্লক রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লকে এবং এস ইউ সি কেবলমাত্র রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকে। সর্বোচ্চ প্রার্থী সংখ্যা ১৮ জন, সর্বোনিম্ন ২ জন। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সবচেয়ে বেশী আসন এবং প্রার্থী সাগরদীঘি ব্লকে, সবচেয়ে কম রঘুনাথগঞ্জ ১ন ব্লকে। কংগ্রেস দল ফরাক্কা এবং রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে কোন প্রার্থী দেননি। পক্ষান্তরে কংগ্রেস (ই) প্রার্থী দিয়েছেন সব কয়টি ব্লকে। আর এস পি-র সর্বোচ্চ প্রার্থী সুতী ১নং ব্লকে, কংগ্রেস (ই)-এর সাগরদীঘি ব্লকে। এক নজরে মহকুমার পঞ্চায়েত নির্বাচনের কয়েকটি তালিকা এখানে দেওয়া হল :—

জেলা পরিষদ

ব্লক	আসন	প্রার্থী
সাগরদীঘি	২	১১
রঘুনাথগঞ্জ—১	২	১০
রঘুনাথগঞ্জ—২	২	১১
সুতী—১	২	৬
সুতী—২	২	৯
সামসেরগঞ্জ	২	৮
ফরাক্কা	২	৯

পঞ্চায়েত সমিতি

ব্লক	আসন	প্রার্থী
সাগরদীঘি	৩০	১০৪*
রঘুনাথগঞ্জ—১	১৮	৫৬*
রঘুনাথগঞ্জ—২	২৫	৭৯
সুতী—১	১৭	৬০
সুতী—২	২৫	৯০*
সামসেরগঞ্জ	২৪	৮২
ফরাক্কা	২৩	৭২

* চিহ্নিত ব্লকগুলিতে একজন করে প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত

ব্লক	অঞ্চল	আসন	প্রার্থী
সাগরদীঘি	১১	১৭৩	৫৬১*
রঘুনাথগঞ্জ-১	৬	৯৬	২৫৬
রঘুনাথগঞ্জ-২	৯	১৪৫	৪০৭
সুতী-১	৬	১০৬	৩৩৬
সুতী-২	১০	১৩০	৪১৬*
সামসেরগঞ্জ	৯	১৩৯	৪৩৫
ফরাক্কা	৯	১২৫	৩৭৫

* চিহ্নিত ব্লকগুলিতে দু'জন করে প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

জঙ্গিপুর মহকুমায় পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে যুক্ত দলীয় প্রার্থী তালিকা

ব্লক	সি-পি-এম	কংগ্রেস (ই)	আর-এস-পি	কংগ্রেস এস-ইউ-সি-পি-আই	ফরওয়ারড ব্লক	নির্দল
সাগরদীঘি	১৮৮	১৭৩	৭১	২৪		
রঘুনাথগঞ্জ-১	৭৫	৪২	৩২	৩৫	×	৪১
রঘুনাথগঞ্জ-২	১৫০	১৫৬	৫১	×	×	×
সুতী-১	৮৭	২১	১০৭	৮৪	×	×
সুতী-২	১৩৭	১১৭	৭৪	৩৮	×	×
সামসেরগঞ্জ	১৩৫	১৩৫	৪৬	৪৩	×	×
ফরাক্কা	১৪৫	৭৯	২৭	×	×	×

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পঞ্চায়েত নির্বাচন আগামী রবিবার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৩৪টি নৌকা, ১৩১টি লরি, ২৯টি জীপ-গাড়ী ও ৭৪৭টি গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নির্বাচনের একদিন আগে নির্বাচনকর্মীদের নিয়ে ওপ্তাল রওনা হবে। ভোটের কাজ ভালোভাবে সম্পাদনের জন্য ৩,৩২০ জন নির্বাচনকর্মীর প্রয়োজন। কিন্তু নির্বাচনকর্মী হিসেবে যাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রার্থী এবং প্রার্থীর এজেন্ট হওয়ার ফলে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, তার খবর আপনারা গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে পড়েছেন। মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, কর্মী সমস্যা একেবারে মেটেনি, তবে কমেছে; শেষ পর্যন্ত যদি বহরমপুর থেকে কর্মী এসে না পৌছান তবে রিজারভ পারটি থেকে কর্মী নিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে হবে। তিনি আরো জানান, নির্বাচনের জন্য চারটি অস্থায়ী টেলিফোন নেওয়া হয়েছে। আরিংদে একটি টেলিফোন লাইন দিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু অসুবিধা থাকার জন্য পি সি ও থেকে লাইন দেওয়া হয়নি। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে মহকুমা শাসক জানান, পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহকুমার সাতটি ব্লকে ৩, ৭০, ৮৩৫টি ভোট পত্রের প্রয়োজন হবে।

ভোটের আর মাত্র তিনটি দিন বাকী আছে। প্রচার বন্ধ হবে ২৪ ঘণ্টা আগে। কাজেই প্রার্থীদের মধ্যে গ্রামে গ্রামে জোর প্রচার চলছে। প্রার্থীরা 'নকল ভোটপত্র' ছাপিয়ে মাতলা ভোটারদের বোঝাচ্ছেন কোথায় ভোট দিতে হবে। বিভিন্ন দলের নেতারাও আসছেন মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিতে। যেমন এসেছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবু ব্যানার্জি, পূর্ত মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, পরিবহণ মন্ত্রী মহম্মদ আমিন, প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুস সাত্তার প্রমুখ। আজ আসার কথা আছে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, কংগ্রেসের আব্জিজুর রহমান, সুদীপ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের।

বিকো
ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট
ডিলার : ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

মজুরের সততা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ মে—আজ জাতীয় সড়কের সেখদীঘির কাছে নির্বাচনের জিনিসপত্র বোঝাই একটি বাস থেকে একটি বকস পড়ে যেতে দেখে দু'জন মজুর বাকসটি কুড়িয়ে এনে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের কাছে জমা দেন। মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে মজুর দু'জনের সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানান। বাকসটি পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তবে কোথাকার তা জানা যায়নি। জেলা সদরে খবর দেওয়া হয়েছে।

মহিলা প্রার্থী পঁচিশ জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২নং ব্লকে ৫ জন; সকলেই গ্রাম পঞ্চায়েতে : সেকেন্দ্রায় কল্পনা দাস—কংগ্রেস (ই), সোনারপাড়া-পাতলাটোলায় তনুজা বানু (নিঃ), পুটিয়া-দুবরায় সালেহা খাতুন—কং (ই), কাশিয়াডাঙ্গা-গোবিন্দপুরে স্মৃতি রায় (নিঃ) এবং তেঘরি উত্তর (১)-এ ফতেমা—কং (ই)। সুতী ১নং ব্লকে একজন : ৫নং আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েতে ঝরণা দাস (কং)। সুতী ২নং ব্লকে ৫ জন : খানাবাড়ী-অরঙ্গাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতে সখিনা খাতুন—কং (ই), জগতাই (পূর্ব) আসনে সফেদা খাতুন—কং (ই), জগতাই (পশ্চিম) আসনে সাবেরা খাতুন—কং (ই), অরঙ্গাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতে অঞ্জলি অধিকারী (নিঃ) এবং হাপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আনোয়ারা খাতুন (নিঃ)। সামসেরগঞ্জ ব্লকে ২ জন : গাজীনগর-মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতে জিন্নাতুননিশা এবং নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতে কমলা উপাধ্যায়। ফরাক্কা ব্লকে ৪ জন : শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে লুৎফাননেসা (নিঃ), নিশিন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতে অমূল্যবালা মণ্ডল (নিঃ), ইমামনগর পঞ্চায়েত সমিতিতে এম নূরজাহান (নিঃ) এবং নয়নসুখ পঞ্চায়েত সমিতিতে দেলো বিবি (নিঃ)।

জায়গা বিক্রয়
রঘুনাথগঞ্জ ডাকবাংলো সংলগ্ন ভদ্র পল্লীতে বাসোপযোগী এক বিঘা জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

Phone - Farakka 24
ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সি পি এম বিরোধী শক্তি দ্বিধাবিভক্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনের পরে ও বিধানসভা নির্বাচনের আগে যারা সি পি এম থেকে সরে গিয়ে মাকসায় যোগ দিয়েছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাদের মধ্যে অনেকেই ফিরে এসেছে। সি পি এম আরো বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং সাধারণ মানুষ সি পি এম-কে সমর্থন জানাচ্ছে।'

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত আসন বাদে ফরাক্কার সবগুলি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে সি পি এম। চার পাঁচটি আসনে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আর এস পি। মাকসা প্রার্থীরা দাঁড়িয়েছেন নির্দল হয়ে। তাঁদের প্রধান শত্রু সি পি এম। ১২/১৪টি আসনে সি পি এম-এর সঙ্গে তাঁদের লড়াই হবে। এই ব্লকে কংগ্রেস কোন আসনে প্রার্থী দেয়নি। কাজেই তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সি পি এম-এর সঙ্গে কংগ্রেস (ই) দলের প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ৩০টি আসনে এবং 'নির্ভেজাল' নির্দল প্রার্থীদের সঙ্গে ২৫টি আসনে। এই ২৫টি আসনে 'নির্ভেজাল' নির্দল প্রার্থীরা সি পি এম বিরোধী অন্যান্য দলের মদত পাচ্ছেন।

গোড়ার দিকে সমস্ত দল চেয়েছিল সবাই মিলে একজোট হয়ে সি পি এম দলকে যেমন করেই হোক ঠেকাবে। কিন্তু, ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ক্ষমতার লোভে শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সবাই চেয়েছেন প্রার্থী হতে, ক্ষমতা দখল করতে। হয়েছেও তাই ; জোট ভেঙে গিয়ে যে যার প্রতীক নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। এই কারণেই এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম বিরোধী শক্তিগুলি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে।

আসন রফা নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে এখানে সি পি এম এবং আর এস পি দল আলোচনায় বসেছিলেন। ১২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে আর এস পি চেয়েছিলেন ৪১টি আসন। যে সমস্ত গ্রামে আর এস পি দলের সংগঠন আছে, সেই সমস্ত গ্রামে সি পি এম দল আর এস পি দলকে আসন ছেড়ে দিতে রাজী ছিল। আর এস পি তাদের ওই প্রস্তাবে রাজী হয়নি। কাজেই মতৈক্য ঘটেনি এবং সমঝোতা হয়নি। সমঝোতা না হলেও আর এস পি ৪১টি আসনে প্রার্থী দেয়নি, দিয়েছে ২২টি আসনে। এম এল এ আবুল হাসনাৎ খান বলেন, ফরাক্কার মত রঘুনাথগঞ্জ ও সামসেরগঞ্জেও সি পি এম-এর সঙ্গে আর এস পি-র সমঝোতার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। সামসেরগঞ্জে তরী তীরে এসেও ডুবে গিয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমার ধারণা, পয়লা এপ্রিল সাগরদীঘিতে অনুষ্ঠিত সংযুক্ত কিষাণ সভার মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলনে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম-এর সঙ্গে আর এস পি-র সমঝোতা না করার ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করা হয়েছিল।' আর এস পি-র পক্ষ থেকে এ অভিযোগকে ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফরাক্কা ব্লকে ১২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে প্রার্থী ৩৭৫ জন। সি পি এম ১২৪, আর এস পি ২২, কংগ্রেস (ই) ৬৪, সি পি আই ১০ এবং নির্দল ১৫৫ জন। গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রার্থী আছেন ২ জন—শ্রীরামপুরে লুৎফান্নেসা (নির্দল) এবং নিশিন্দ্রায় অমূল্যবালা মণ্ডল (নির্দল)। পঞ্চায়েত সামতির ২৩টি আসনে প্রার্থী ৭২ জন। সি পি এম ২৩, আর এস পি ৩, কংগ্রেস (ই) ১৩, সি পি আই ১ এবং নির্দল ৩২ জন। পঞ্চায়েত সমিতিতেও মহিলা প্রার্থী আছেন ২ জন—ইমামনগর থেকে এম নূরজাহান (নির্দল) ও নয়নসুখ থেকে দেলো বিবি (নির্দল)। জেলা পরিষদের ২টি আসনে প্রার্থী ৯ জন—সি পি এম ২, আর এস পি ২, কংগ্রেস (ই) ২ এবং নির্দল ৩ জন।

সি পি এম দাবি করেছেন, ব্লকের ৯টি অঞ্চলের মধ্যে ৬টি অঞ্চলই তাঁদের দখলে আসবে। বাকী ৩টি অঞ্চলে লড়াই হবে ত্রিমুখী। পঞ্চায়েত সমিতির ২৩টি আসনের মধ্যে তাঁরা পাবেন ১৫টি এবং জেলা পরিষদের দুটি আসনের দুটিই।

পুলিশ কন্ট্রোল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ৫০০ জন কনসটেবল, ১৮০ জন এন ভি এফ এবং ৩৭৫ জন হোমগার্ডের। পরিসংখ্যানগুলি পুলিশ সূত্রের। এই সূত্র থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের যাবতীয় খোঁজখবর রাখার জন্য রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়িতে পুলিশ কনট্রোল রুম খোলা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন খবরের জন্য রঘুনাথগঞ্জ—৯৪ নম্বরে ডায়াল করলেই কনট্রোল রুমকে পাওয়া যাবে।

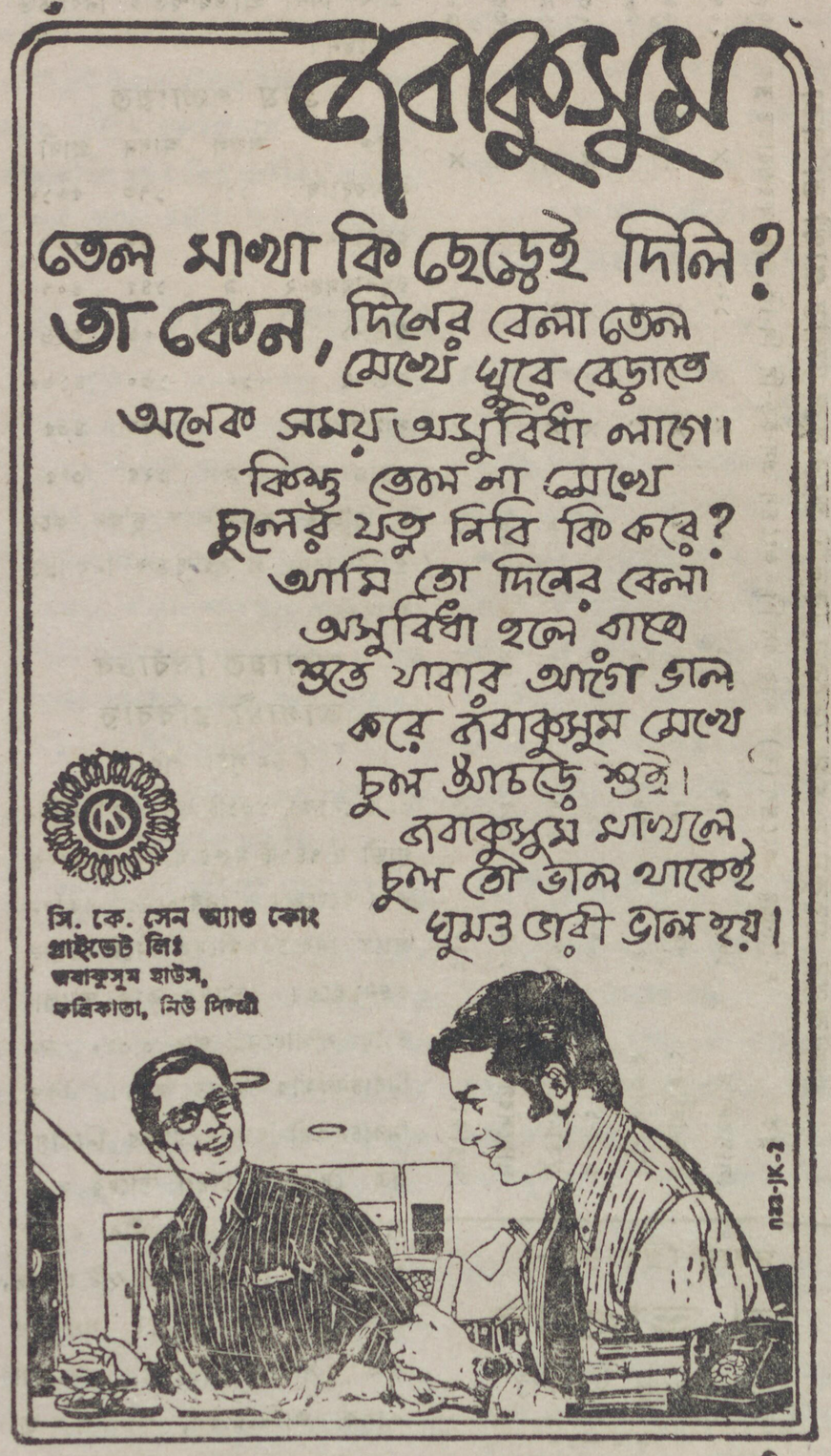

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।